12481 - (ليس من البر الصوم في السفر) হাদসিরে অর্থ

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি জেনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: (ليس من البر الصوم في السفر) অর্থ- "সফর অবস্থায় রোজা রাখা নেকীর কাজ নয়"। এর মানে কি মুসাফির ব্যক্তি রোজা রাখলে সে রোজা সহিহ হবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

ইতোপূর্বে 20165নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সফর অবস্থায় রোজা রাখার তিনটি অবস্থা:

১. যদি রোজা রাখাটা কষ্টকর না হয় তাহলে রোজা রাখা উত্তম।

২. যদি রোজা রাখা কষ্টকর হয় তাহলে রোজা না-রাখা উত্তম।

৩. যদি রোজা রাখলে শারীরিকভাবে ক্ষতি হয় অথবা মৃত্যুর আশংকা হয় তাহলে রোজা রাখা হারাম; রোজা না-রাখা ফরজ। এ সংক্রান্ত হাদসিরে দলিলগুলো সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

প্রশ্নকারী যে হাদসিটির প্রতি ইশারা করছেন সে হাদসিটি তৃতীয় অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি হাদসিটির প্রাসঙ্গিকতা ও বর্ণনা করারপ্রেক্ষাপট আমরা জানতে পারি তাহলে এ বিষয়টি পরিস্কার হবে। ইমাম বুখারি (১৯৪৬) ও মুসলিম (১১১৫) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে ছিলেন। তখন তিনি এক জটলার মধ্যে এক ব্যক্তিকে ছায়া দিতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন: এখানে কি? সাহাবীরা বললেন: ইনি রোজাদার। তখন তিনি বললেন: সফররে মধ্যে রোজা রাখা সওয়াবের কোন কাজ নয়।

সিন্দি বলেন:

তাঁর কথা: (ليس من البر) অর্থাৎ আনুগত্যের ও ইবাদতের কাজ নয়। সমাপ্ত

নববী বলনে:

এর অর্থ হচ্ছে- যদি তোমাদরে জন্য কষ্টকর হয়ে যায় এবং তোমেরা ক্ষতরি আশংকা কর। হাদসিটরি সয়িাক বা প্রাসঙ্গকিতা এ ধরনরে ব্যাখ্যার দাবী করে...। সুতরাং রোজা রখেে যে ব্যক্তি ক্ষতরি সম্মুখীন হবে হাদসিটি তাদরে প্রসঙ্গে বর্ণতি হয়ছে। সমাপ্ত

ইমাম বুখারী হাদসিটরি এ অর্থ বুঝছেনে। তাইতো তনিি এ হাদসিটরি শরিোনাম দয়িছেনে, "যাকে ছায়া দতিে হয়ছে এবং তনিি তীব্র গরমরে শকিার হয়ছেনে তার প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী:'সফর অবস্থায় রোজা রাখা নকেীর কাজ নয়'।" সমাপ্ত

হাফযে ইবনে হাজার বলনে:

এ শরিোনাম দয়িে তনিি এ দকিে ইশারা করছেনে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক "সফর অবস্থায় রোজা রাখা সওয়াবরে কাজ নয়" বাণী উচ্চারণ করার কারণ হচ্ছে- যে কষ্টরে কথা উল্লখে করা হয়ছে সটেি।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) 'তাহযবিুস সুনান' গ্রন্থে বলনে: 'সফরে রোজা রাখা সওয়াবরে কোন কাজ নয়' এটি ব্যক্তি বশিষেরে ব্যাপারে বর্ণতি হয়ছে। নবী সাল্লাল্লাহু নজি চোখে দখেছেনে য, এ ব্যক্তকিে ছায়া দয়ো হচ্ছ; রোজা রাখার কারণে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। তখন তনিি এ কথা বলছেনে। অর্থাৎ সফররে মধ্যে নজিকেে এ পর্যায়রে কষ্ট দয়িে রোজা রাখাতে সওয়াবরে কছিু নইে। যহেতেু আল্লাহ তাআলা রোজা না-রাখার সুযোগ রখেছেনে। সমাপ্ত।

তনি:

এ হাদসিটকিে এর সাধারণ অর্থ (যে কোন প্রকাররে সফরে রোজা রাখা সওয়াবরে কাজ নয়) এ অর্থে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত আছে য, তনিি সফরে রোজা রাখতনে।

এ কারণে খাত্তাবী বলছেনে:

এ বক্তব্যটি এসছেে বশিষে একটি প্রক্ষোপটকে কন্দ্রে কর। এ উক্তটিরি বধিান সংশ্লষ্টিসাহাবীর মত যাদরে অবস্থা তাদরে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকব। যনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছনে, মুসাফরিরে জন্য সফর অবস্থায় রোজা রাখা সওয়াবরে কাজ নয়; যদি সফরে রোজারাখার কারণে রোজাদাররে অবস্থা এ ব্যক্তরি মত হয়। এর সপক্ষে দললি হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বজিয়রে বছর নজিে সফর অবস্থায় রোজা রখেছেনে।[আউনুল মাবুদ থকেে সংকলতি]

আল্লাহই ভাল জাননে।